গানের ৩৫টি কুফরী ছন্দ

- উট উন্মত্ত হয়ে মারা গেলো!
- কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে
- বানর ও শুয়োর
- মিউজিকের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব
- মোবাইলের মিউজিক্যাল টোন থেকে তাওবা করে নিন
- ঈমান ও বিবাহ্ নবায়নের পদ্ধতি
- মুরতাদ অবস্থায় হওয়া বিবাহের মাসআলা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَاللّٰه যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১/৪০)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

রিসালার নাম: **গানের ৩৫ টি ছন্দ**
প্রথম প্রকাশ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইংরেজী/
৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী
প্রকাশনায়: **মাকতাবাতুল মদীনা** (বাংলাদেশ)

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই পুস্তিকা ছাপানোর অনুমতি নেই।

কিতাব ক্রেতা মনোযোগী হোন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গানের ৩৫টি ছন্দ[১]

শয়তান আপনাকে যতই বাঁধা দিক না কেন তবু এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, যদি অপরাধী হয়ে থাকেন এবং অন্তর জীবিত থাকে তবে অনুশোচনায় আপনি কাঁদবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী আর্ন্তজাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (২০, ২১ ও ২২ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪১৮ হিজরী, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান) রবিবার রাতে করেছেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংকলন সহকারে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

উট উন্মত্ত হয়ে মারা গেলো!

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার আরব গোত্রের সর্দারের মেহমান খানায় অবস্থান করলাম, সেখানে একজন হাবশী গোলাম শিকল বন্দি অবস্থায় রোদে পতিত ছিলো, দয়া পরবশ হয়ে আমি সর্দারকে বললাম: এই গোলাম আমাকে দান করে দিন। সর্দার বললো: জনাব! এই গোলাম তার জাদুকরী সুরেলা কণ্ঠ দ্বারা আমার অনেক উট মেরে ফেলেছে! ঘটনা হলো যে, আমি তাকে ক্ষেত থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য কয়েকটি উট দিয়েছি, সে প্রতিটি উটের উপর তাদের ক্ষমতার চেয়ে বেশি বোঝা তুলে দিতো এবং পুরো রাস্তায় গান গাইতে থাকে যদ্ধারা উটগুলো উন্মত্ত হয়ে দৌড়ে অস্থির হয়ে ফিরে এলো আর ধীরে ধীরে সব উটই মারা গেলো! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একথা শুনে আমি খুবই আশ্চার্য হলাম যে, এমন কিভাবে হতে পারে! ততক্ষণে তিনচার দিনের পিপাসার্ত কয়েকটি উট ঘাটে পানি পান করতে আসলো, সর্দার হাবশী গোলামকে আদেশ দিলো: গান গাইতে শুরু কর। সে খুবই সুমধুর কণ্ঠে গাইতে শুরু করে দিলো। দেখতে দেখতে উটগুলোর মাঝে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলো, তারা পানির কথা ভুলে গেলো, উন্মত্ত হয়ে দুলতে লাগলো অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগলো। এরপর সর্দার গোলামটিকে মুক্ত করে দিয়ে আমাকে দান করে দিলো। (কাশফুল মাহজুব, ৪৫৪ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহিত)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ الله! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

উত্তম ছন্দ শুনানো সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! মানুষের সুন্দর কণ্ঠে কিরূপ জাদু থাকে যে, তার সুরেলা কণ্ঠে মানুষ তো মানুষ, পশুরাও উন্মত্ত হয়ে যায়। জায়িয ছন্দ যেমন; হামদ, নাত এবং মানকাবাত ইত্যাদি জায়িয পন্থায় ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শুনানো সাওয়াবের কাজ এবং মন্দ ছন্দ যেমন; সিনেমার অশ্লীল গান ইত্যাদি শুনানো আযাবের কারণ। হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে সুমধুর কণ্ঠের নেয়ামত দান করা হয়েছিলো এবং তাঁর সুমধুর কণ্ঠ শুনে পাখিরাও তাসবীহ পাঠ করতো। যেমনটি ১৭তম পারা সূরা আম্বিয়ার ৭৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ سَخَّرۡنَا مَعَ دَاوٗدَ الۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَ الطَّيۡرَ ؕ
(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দাউদের সাথে পর্বতকে অনুগত ঘোষণা করতো; এবং পক্ষীকুলকেও।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের **তাফসীরে নুরুল ইরফানে** বলেন: "এভাবে যে, পাহাড় এবং পাখি তাঁর সাথে এরূপ তাসবীহ পাঠ করে যে, শ্রবণকারী তাদের তাসবীহ শুনতো। অন্যথায় গাছ ও পাথর তো **আল্লাহ পাকের** তাসবীহ পাঠ করতেই থাকে।" (নুরুল ইরফান, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর মনমুগ্ধকর কণ্ঠের কারিশমা

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে এমনভাবে ধন্য করেন যে, তাঁর সুমধুর কণ্ঠের কারণে প্রবাহমান পানি থেমে যেতো, পাখিরা এবং পশুরা কণ্ঠ মুবারক শুনে আশ্রয়স্থল থেকে বাইরে বের হয়ে আসতো, উড়ন্ত পাখি নিচে পড়ে যেতো এবং অনেক সময় এক এক মাস পর্যন্ত উন্মত্ত হয়ে পড়ে থাকে এবং দানা পিনা ছেড়ে দিত, দুগ্ধপোষ্য শিশুরা কাঁদতো না, দুধ খেতো না, অনেক লোক মারা যেতো, এমনকি একবার তাঁর হৃদয়কড়া কণ্ঠ শুনে অনেক লোক মারা গিয়েছিলো। শয়তান এসব কিছু দেখে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো, অবশেষে সে বাঁশি ও তানপুরা বানালো এবং হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর রহমতপূর্ণ ইজতিমার পরিবর্তে নিজের গুনাহেপূর্ণ সমাবেশ অর্থাৎ মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম শুরু করলো। এবার হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শ্রবনকারীরা দু'ভাগ হয়ে গেলো, সৌভাগ্যবানরা হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কেই শুনতো আর দূর্ভাগা লোকেরা গান বাজনা এবং বাদ্য যন্ত্র পূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করতে লাগলো।

(কাশফুল মাহজুব, ৪৫৭ পৃষ্ঠা সংগৃহিত)

কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! গান বাজনা শুনা শুনানো শয়তানি কাজ, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা এর কাছেই

যেতো না। গান বাজনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী, কেননা এর আযাব কেউ সহ্য করতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি কোন গায়কের নিকট বসে গান শুনলো, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন।" (কানযুল উম্মাল, ১৫/৯৬, হাদীস- ৪০৬৬২)

বানর ও শুকর

ওমদাতুল কারীতে রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শেষ যুগে আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায়কে বিকৃত করে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি তারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ পাক** ছাড়া কেউ ইবাদের উপযুক্ত নয়। ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব করুক না কেন। আরয করা হলো: তাদের অপরাধ কি হবে? ইরশাদ করলেন: তারা মহিলার গান শুনবে এবং বাজনা বাজাবে আর মদ পান করবে, এরূপ খেলাধুলায় রাত অতিবাহিত করবে আর সকালে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হবে। (ওমদাতুল কারী, ১৪/৫৯৩)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

লালচে ঝড়

হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আমার উম্মত পনেরটি অভ্যাস অবলম্বন করবে তখন তাদের উপর বিপদ ও মুসিবত অবতীর্ণ হবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কোন কোন অভ্যাস? ইরশাদ করলেন: (১) যখন গণিমতের সম্পদকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বানিয়ে নেয়া হবে (২) আমানতকে গণিমতের নিজস্ব সম্পদ বানিয়ে নেয়া হবে (৩) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (৪) লোকেরা তাদের স্ত্রীর আনুগত্য করবে (৫) মায়ের অবাধ্যতা করবে (৬) বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে (৭) পিতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে (৮) মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলবে (অর্থাৎ মাসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা, শোরগোল, ঝগড়া বিবাদ হতে থাকবে। নাত মাহফিল, যিকির মাহফিল, মিলাদ শরীফ, যিকিরের আসর তো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেও মসজিদে হতো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/২৬৩। যিয়াউল কোরআন)** (৯) সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোককে সমাজের সর্দার বানানো হবে (১০) কোন ব্যক্তির অমঙ্গল থেকে বাঁচতে তাকে সম্মান করা হবে (১১) মদ পান করা হবে (১২) রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে (১৩) গায়িকা ও (১৪) বাদ্যবাজনা রাখা হবে (১৫) এই উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের মন্দ বলবে, তখন লালচে ঝড় বা ভুমিকম্প অথবা মাটিতে ধ্বসে যাওয়া কিংবা চেহারা বিকৃত হওয়া বা পাথর বর্ষণের অপেক্ষা করা উচিৎ। **(তিরমিযী, ৪/৮৯-৯০, হাদীস- ২২১৭, ২২১৮)**

মনে রাখবেন! মিউজিকসহ গান শুনা গুনাহ বরং কোথাও থেকে এর আওয়াজ আসছে তখন সেখান থেকে সরে যাওয়া এবং না শুনার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যক, যেমনটি হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বাঁশি এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শুনাও হারাম, যদি হঠাৎ কানে আসে তবে অপারগ এবং তার উপর ওয়াজিব যে, না শুনার পুরোপুরি চেষ্টা করা।" **(দুররে মুখতার, ৯/৬৫১)**

মিউজিকের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নাচা, হাসি ঠাট্টা করা, তালি বাজানো, সেতারা বাজানো, বীণা, সারঙ্গী, বেহালা, বাঁশি, নুপুর, শিঙ্গা বাজানো মাকরূহে তাহরীমি (অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি) কেননা এসব কাফেরদের রীতি, তাছাড়া বাঁশি এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শুনাও হারাম, যদি হঠাৎ শুনে তবে অপারগ এবং তার জন্য ওয়াজিব যে, না শুনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।"

(প্রাগুক্ত, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

মিউজিকের আওয়াজ আসলে সেখানে থেকে সরে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিউজিকের আওয়াজ আসতেই যথাসম্ভব কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। যদি আঙ্গুল তো কানে ঢুকিয়ে দেয়া হলো কিন্তু সেখানেই দাড়িয়ে বা বসে থাকা হয় বা সামান্য দূরে সরে যাওয়া হয় তবে মিউজিকের আওয়াজ থেকে বাঁচা যাবে না। আঙ্গুল কানে না ঢুকালেও কিন্তু

যেকোনভাবেই মিউজিকের আওয়াজ থেকে বাঁচার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা ওয়াজিব। যদি চেষ্টা না করা হয় তবে ওয়াজিব বর্জনের গুনাহ হবে।

আহ! আহ! আহ! এখন তো গাড়ি, উড়োজাহাজ, বাড়ি, দোকান, হোটেল, চৌরাস্তা, অলিগলি এবং বাজারে যেদিকেই যান মিউজিকের সূর শুনা যায়। গান চলা অবস্থায় হোটেলে খাওয়া দাওয়া করা কখনোই উচিৎ নয়।

মোবাইলের মিউজিক্যাল টোন থেকে তাওবা করে নিন

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে ধর্মীয় বেশভূশা সম্পন্ন লোকের মোবাইল ফোনেও مَعَاذَاللّٰه প্রায় মিউজিক্যাল টোন থাকে আর তা নাজায়িয। যার মোবাইলে মিউজিক্যাল টোন থাকে তার জন্য আবশ্যক যে, এখনই তাওবাও করা এবং সাথে সাথেই নিজের এই অপয়া টোন একেবারেই ডিলিট করে দেয়া। অন্যথায় যখনই এই মিউজিক্যাল টোন বাজবে নিজেও শুনার আপদে পতিত হবে এবং অপর মুসলমানও যদি শুনা থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে তবে তারাও ফেঁসে যাবে।

আসলেই অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয়ে গেছে, যারা একটু অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে তাদের জন্য মিউজিকের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষার সময়। আমি একজন ইসলামী ভাইকে চিনি যার বাড়ি বাজারের পাশে হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে মিউজিকের সাথে গানের আওয়াজ আসতে থাকে, বেচারা কখনো এই কক্ষে চলে আসে কখনো

আরেক কক্ষে চলে যায়, তবুও আওয়াজ আসতে থাকে তখন দরজা, জানালা বন্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করে। এরূপ লোকদের ঠাট্টা করার পরিবর্তে প্রত্যেক মুসলমানকে মিউজিকের আওয়াজ থেকে বাঁচার পরিপূর্ণ চেষ্টা করে নিজের আখিরাতের কল্যাণের উপলক্ষ্য করা উচিৎ। মিউজিকের আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য হেডফোনও খুবই কার্যকর, একটি পদ্ধতি এটাও যে, প্রয়োজনে কানে রুইয়ের টুকরো পুরে দিন। ফোমের টুকরো বিভিন্ন রকমের (বা বিভিন্ন নামে যেমন; FOAM EAR PLUG) বিশেষ মেডিকেল স্টোরেও পাওয়া যায়। বর্ণনাকৃত সতর্কতার উপর আমল করাকে আমি ওয়াজিব বলছিনা। তাছাড়া মিউজিকের আওয়াজ আসার কারণে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বা বাস ইত্যাদির সফর করা নাজায়িয হওয়ার হুকুমও লাগাচ্ছি না, কেননা বর্তমানে এতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ব্যস মিউজিকের আওয়াজকে অন্তরে মন্দ জেনে যার যেভাবে সম্ভব বাঁচার চেষ্টা করে সাওয়াব অর্জন করুন।

গানের ৩৫টি কুফরী ছন্দ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সিনেমা নাটক দেখা ও গান বাজনা শুনা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আফসোস! এখন তো সিনেমার গানের গীতিকার ও গায়করা এতই অসংযত হয়ে গেছে যে, তারা **আল্লাহ পাকে**র প্রতিও অভিযোগ করা শুরু করে দিয়েছে। নিজের দোকান ও হোটেলে গান বাজানো

ব্যক্তিদের, নিজের বাস এবং কারে সিনেমার গান চালানো ব্যক্তিদের, বিবাহে রেকডিং বাজিয়ে বিছানায় শোয়া প্রতিবেশি রোগী এবং নেককার প্রতিবেশির দীর্ঘশ্বাস নেয়া ব্যক্তিদের আর বিনা চিন্তা ভাবনায় গান গুনগুনকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়। একটু ভাবুন তো! সিনেমার গানে শয়তান কি কি বিষ ঢেলে দিয়েছে! আর মানুষকে সর্বদার জন্য জাহান্নামী বানানোর জন্য কিরূপ কপটতার সহিত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে জাদুর জাল বিছিয়ে দিয়েছে। আমার অন্তর কেঁপে উঠে, মুখ লজ্জায় লুকাতে চাই, কিন্তু সাহস করে উম্মতে মুসলিমার কল্যাণের জন্য গানের ৩৫টি **কুফরী** ছন্দ উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করছি।

(১) **সেপ কা মোতি হে তু ইয়া আসমাঁ কি ধুল হে**
তু হে কুদরত কা কারিশমা এয়া খোদা কি ভুল হে

এই কলিতে مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাক** ভুল করেছেন হিসেবে মানা হচ্ছে, যা **অকাট্য কুফরী**। **আল্লাহ পাক** ভুল করা থেকে পবিত্র। যেমনটি ১৬তম পারা সূরা ত্ব'হার ৫২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا يَضِلُّ رَبِّیْ وَ لَا یَنْسَى ﴿۵۲﴾
(পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, আয়াত ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রব না পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান।

(২) **দিল মে তুঝে বেটা কর করলোঙ্গি বন্ধ আঁখে**
পুজা করোঙ্গি তেরি দিল মে রহোঙ্গি তেরি

এতে নিজের রূপক প্রেমিকের পুজা করার কথা প্রকাশ পাচ্ছে, যা **কুফরী**।

(৩) **হায়! তুঝে চাহেঙ্গে**
আপনা খোদা বানায়েঙ্গে

এতে **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কাউকে **খোদা** বানানোর অঙ্গীকার প্রকাশ করা হচ্ছে, যা **অকাট্য কুফরী**।

(৪) **দিল মে হো তুম আঁখো মে তুম বোলো তুমহে কেয়সে চাহোঁ?**
পুজা করোঁ ইয়া সিজদা করো জেয়সে কহো ওয়েসে চাহোঁ?

এতে নিজের রূপক প্রেমিকের পুজার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে, যা **কুফরী** এবং সিজদার অনুমতি চাওয়া হয়েছে, **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদায়ে তাযিমি করা হারাম এবং ইবাদতের সিজদা করা **কুফরী**।

(৫) **তুমহারে সিওয়া কুছ না চাহাত করেঙ্গে**
কেহ জব তক জিয়েঙ্গে মুহাব্বত করেঙ্গে
সাজা রব জু দেয়গা ওহ মনজুর হোগী
ব্যস আব তো তোমহারি ইবাদত করেঙ্গে

এই কলির দ্বিতীয় লাইনে দু'টি **অকাট্য কুফরী** রয়েছে: (১) **আল্লাহ পাকে**র আযাবকে নগন্য মনে করা হয়েছে (২) **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার সংকল্প প্রকাশ করা হয়েছে।

(৬) **ইয়া রব তু নে ইয়ে দিল তোড়া কিস মওসুম মে?**

এই লাইনে **আল্লাহ পাকের** প্রতি অভিযোগ প্রকাশ পাচ্ছে, তাই তা **কুফরী**, যদি অভিযোগই উদ্দেশ্য হয় তবে **বক্তা কাফির** ও **মুরতাদ** হয়ে গেলো।

(৭) **কেয়সে কেয়সে কো দিয়া হে, এয়সে ওয়েসে কো দিয়া হে**
আব তো ছাপ্পড় ফাড় মওলা আপনি জেয়বে ঝাড় মওলা

এই কলির প্রথম লাইনে অভিযোগ প্রকাশ পাচ্ছে যা **কুফরী** এবং যদি অভিযোগই উদ্দেশ্য হয় তবে বক্তা কাফির। অনুরুপভাবে দ্বিতীয় লাইনে **"ছাপ্পড় ফাড় ও জেয়বে ঝাড়"** যদিও তা প্রবাদ হিসেবে বলা হয়েছে কিন্তু **আল্লাহ পাকের** মুবারক শানে কঠোরভাবে নিষেধ এবং যদি **আল্লাহ পাককে** শরীর সম্পন্ন মানা হয় এবং **তাঁকে** পকেট সম্পন্ন পোষাক পরিধানকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয় তবে **অকাট্য কুফরী**। **আল্লাহ পাক** শরীর এবং দেহ বিশিষ্ট হওয়া থেকে পবিত্র।

(৮) **বে চেয়নিয়াঁ সামেট কর সারে জাহান কি**
জব কুছ না বন সকা তো মেরা দিল বানা দিয়া

এই কলির দ্বিতীয় লাইনে এই বাক্য **"জব কুছ না বন সকা"**তে **আল্লাহ পাককে "অপারগ ও অসহায়"** বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যা **অকাট্য কুফরী**।

(৯) **দুনিয়া বানানে ওয়ালে দুনিয়া মে আ'কে দেখ**
সদমে সাহা জু মে নে তু ভি উঠাকে দেখ

এই কলিটি **কুফরী**তে পরিপূর্ণ। এতে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি স্পষ্ট অভিযোগ এবং **তাঁর** অপমান বিদ্যমান।

(১০) **দুনিয়া বানানে ওয়ালে কিয়া তেরে মন মে সামায়ি?**
তু নে কা হে কো দুনিয়া বানায়ি?

এই কালিতে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অভিযোগ প্রকাশ পায়, তাই তা **কুফরী**।

(১১) **এ্যয় খোদা উন হাসিনোঁ কি পাতলি কমর কিউঁ বানায়ি?**
তেরে পাস মিট্টি কম থি ইয়া রিশওয়াত খায়ি (مَعَاذَ الله)

আলোচ্য কলিতে তিনটি **কুফরী** রয়েছে: (১) এতে **আল্লাহ পাকে**র প্রশংসিত স্বত্তাগত গুণাবলীর প্রতি পাতলা কোমড় বানানোর অভিযোগ (২) **তাঁর** প্রতি অপারগ ও নিঃস্ব হওয়ার দোষ এবং (৩) ঘুষ খাওয়ার অপবাদ রয়েছে।

(১২) **ইস হুর কা কিয়া করেঁ, জু হাজারোঁ সাল পুরানি হে**

مَعَاذَ الله এতে জান্নাতি হুরের প্রতি প্রকাশ্য অবমাননা বিদ্যমান, জান্নাত বা জান্নাতের কোন নেয়ামতের অবমাননাও **অকাট্য কুফরী**।

(১৩) **হাসিনোঁ কো আ'তে হে কিয়া কিয়া বাহানে**
খোদা ভি না জানে তো হাম কেয়সে জানে

مَعَاذَ الله এই কলির দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে: **"খোদা ভি না জানে"** এই কথাটি **অকাট্য কুফরী**।

(১৪) **খোদা ভি আসমাঁ সে জব জমি পর দেখতা হোগা**
মেরে মাহবুব কো কিস নে বানায়া সোঝতা হোগা

এই কলিতে مَعَاذَ الله কয়েকটি **কুফরী** রয়েছে: (১) **"জব দেখতা হোগা"** এর অর্থ হলো যে, **আল্লাহ পাক** সবসময় দেখেন না (২) এই নির্লজ্জের প্রিয়তমকে **আল্লাহ পাক** বানাননি مَعَاذَ الله তার সৃষ্টিকর্তা অন্য কেউ (৩) কে বানিয়েছে তাও **আল্লাহ পাক** জানেননা (৪) **সোঝতা হোগা** (চিন্তায় পড়ে যান) (৫) **আল্লাহ পাক** আসমান থেকে দেখেন অথচ **আল্লাহ পাক** স্থান ও কাল থেকে পবিত্র। যাহোক এই কলিটি **কুফরী** দ্বারা পরিপূর্ণ, এতে **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতে**র প্রতি অজ্ঞতা এবং মুখাপেক্ষীতার ইঙ্গিত রয়েছে, অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মানা হয়েছে, **আল্লাহ পাকে**র স্রষ্টা হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, **তিনি** সর্বদা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক বস্তু অবলোকন করছেন। কলিটিতে এই গুণাবলী সমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে। এসব অকাট্য এবং সকলের মতেই **কুফরী**। **বক্তা কাফির** ও **মুরতাদ** হয়ে গেছে, অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাকে**র জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এটাও **কুফরী**।

(১৫) **রব নে মুঝ পর সিতম কিয়া হে**
জামানে কা গম মুঝে দিয়া হে

এই কলিটিতে দু'টি **কুফরী** রয়েছে: (১) مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাক**কে অত্যাচারি বানানো হয়েছে এবং (২) **তাঁর** প্রতি অভিযোগ করা হয়েছে।

(১৬) **তুঝ কো দি সুরত পরী সি দিল নেহী তুঝ কো দিয়া হে**
মিলতা খোদা তো পুছতা ইয়ে যুলম তু নে কিউঁ কিয়া?

এই কলিটিতে দু'টি **কুফরী** রয়েছে: (১) مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাক**কে অত্যাচারি বানানো হয়েছে এবং (২) **তাঁর** প্রতি অভিযোগ করা হয়েছে।

(১৭) **আও মেরে রাব্বা রাব্বা রে রাব্বা ইয়ে কিয়া গযব কিয়া**
জিস কো বানানা থা লড়কি, ইসে লড়কা বানা দিয়া

এই **কুফরী**তে পরিপূর্ণ কলিটিতে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অভিযোগ এবং **তাঁর** অপমান বিদ্যমান।

(১৮) **আব আগে জু ভি হো আঞ্জাম দেখা জায়েগা**
খোদা তারাশ লিয়া অউর বান্দেগী করলি!

এই কলির দ্বিতীয় লাইনে দু'টি **কুফরী** রয়েছে: (১) সৃষ্টিকে **খোদা** বলা (২) অতঃপর তার বান্দেগী অর্থাৎ ইবাদত করা।

(১৯) **মেরী নিগাহ মে কিয়া বন কে আ'প রেহতে হে**
কসম খোদা কি, খোদা বনকে আ'প রেহতে হে!

এই কলির দ্বিতীয় লাইনে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা বলা হয়েছে। এটা **অকাট্য কুফরী**।

(২০) **কিসি পাত্থর কি মুরত সে মুহাব্বত কা ইরাদা হে**
পরসতিশ কি তামান্না হে ইবাদত কা ইরাদা হে

এই কলিতে পাথরের মূর্তির পুজার আকাঙ্ক্ষা এবং নিয়্যত প্রকাশ পাচ্ছে, যা প্রকাশ্য **কুফরী**। কেননা **কুফরে**র ইচ্ছা পোষন করাও **অকাট্য কুফরী**। এই কলিতে নিজের জন্য **কুফরে**র প্রতি সন্তুষ্টিও বিদ্যমান, এটাও **অকাট্য কুফরী**।

(২১) মুঝে বাতাও জাহাঁ কি মালিক ইয়ে কিয়া নাযারে দেখা রাহা হে
তেরে সামুন্দর মে কিয়া কমি থি কেহ আ'জ মুঝকো রুলা রাহা হে

এই কলিতে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তাই তা **কুফরে**র মধ্যে আসবে। আর যদি গীতিকার বা গায়কের উদ্দেশ্য **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অভিযোগই হয় তবে **অকাট্য কুফরী** এবং **সে কাফির** ও **মুরতাদ** হয়ে যাবে।

(২২) হার দুখ কো হে গলে লাগায়া, হার মুশকিল মে সাথ নিভায়া
ইন কি কিয়া তারিফ করোঁ মে, ফুরসত সে হে রব নে বানায়া

এই কলিতে **"ফুরসত সে হে রবে নে বানায়া"** বাক্যে **কুফরী** রয়েছে, কেননা **আল্লাহ পাকের** জন্য **"ফুরসত"** অর্থাৎ অবসর শব্দ বলা **কুফরী**।

(২৩) **এ্যয় খোদা বেহতর হে ইয়ে কেহ তু ছুপা পরদে মে হে**
বেচ ডালেঙ্গে তুঝে ইয়ে লোগ ইচি চক্কর মে হে

এই কলিতে **আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনকে** অপারগ ও নিঃস্ব এবং প্রতারিত বলা হয়েছে, যা **আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের** জন্য প্রকাশ্য অপমান আর **আল্লাহ পাকের** অপমান **কুফরী**।

(২৪) **আব ইয়ে জান লে লে ইয়া রব, ইয়া ঈমান লে লে ইয়া রব**
দো'জাহান লে লে ইয়া রব, ইয়া খোদা! ফানা ফানা ইয়ে দিল হুয়া ফানা

এই কলির **"ঈমান লে লে ইয়া রব"** অংশে ঈমান চলে যাওয়া অর্থাৎ কাফির হয়ে যাওয়ার প্রতি সন্তুষ্টি পাওয়া যাচ্ছে, যা **কুফরী**। **"ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া"**য় রয়েছে: "যে নিজের **কুফরের** প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে আসলেই **কুফরী** করলো।

(ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া, ৫/৪৬০)

(২৫) **জব সে তেরে নায়নাঁ মেরে নায়নোঁ সে লাগে রে**
তব সে দিওয়ানা হুয়া সব সে বেগানা হুয়া
রব ভি দিওয়ানা লাগে রে

এই কলির **"রব ভি দিওয়ানা লাগে রে"** অংশে অজ্ঞ গীতিকারের দাবী অনুযায়ী তার **আল্লাহ পাক**কে দিওয়ানা (উম্মত্ত) লাগছে, নিঃসন্দেহে এটা **আল্লাহ পাকে**র মহত্বপূর্ণ শানে প্রকাশ্য গালি এবং প্রকাশ্য **কুফরী** ও **মুরতাদ** হওয়া। **ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া**য় রয়েছে: "যে **আল্লাহ পাক**কে এরূপ গুণাবলী (অর্থাৎ পরিচিতি ও বিশেষত্ব) দ্বারা বিশেষায়িত করে, যা **তাঁর** শানের উপযুক্ত নয় বা **আল্লাহ পাকে**র নাম থেকে কোন নাম অথবা এর বিধানের মধ্যে কোন একটি বিধানের প্রতি উপহাস করা কিংবা **তাঁর** ওয়াদা বা শাস্তিকে অস্বীকার করে তবে এরূপ ব্যক্তিকে **কাফির** বলা হবে।

(ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া, ৫/৪৬১)

(২৬) **জু ভরতা নেহী ওহ জখম দিয়া হে মুঝ কো**
নেহী পেয়ার কো বদনাম তু নে কিয়া হে
জিসে মে নে পুজা মসীহা বানা কর
না থা ইয়ে পাতা পাথরোঁ কা বানা হে

এই কলিতে নিজের প্রিয়তমকে পুজা অর্থাৎ তার ইবাদত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং গীতিকার এই **কুফরী**কে স্বীকার করছে আর **কুফরী**কে স্বীকার করাও **কুফরী**। যদি ঠাট্টাচ্ছলে হয় তবুও একই বিধান। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ঠাট্টাচ্ছলে **কুফরী** করবে, সেও **মুরতাদ**, যদিও বলে যে, আমি এরূপ আক্বীদা পোষণ করি না।

(বাহারে শরীয়ত, ৯ম অংশ, ১৬৩। দুররে মুখতার, ৬/৩৪৩)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ "আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(২৭) **রাখোঙ্গা তোমহে ধরকনোঁ মে বাচা কে**
তোমহে চাহাতো কা খোদা মে বেঠা কে

নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** এক, **তাঁর** কোন অংশীদার নেই। বর্ণনাকৃত কলিতে বান্দাকে **"চাহাতো কা খোদা"** অর্থাৎ চাহিদার **খোদা** মানা হয়েছে, যা **অকাট্য কুফরী** ও **শিরক**।

(২৮) **তুম সা কোয়ি দোসরা ইস জমিঁ পে হুয়া তো**
রব সে শিকায়ত হোগী
তোমহারি তরফ রুখ গায়র কা হুয়া তো
কিয়ামত সে পেহলে কিয়ামত হোগী

এই কলিতে **আল্লাহ পাকের** প্রতি অভিযোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে এবং **আল্লাহ পাকের** প্রতি অভিযোগ করা **কুফরী**।

(২৯) **মাহাব্বত কি কিসমত বানানে সে পেহলে**
যমানে কে মালিক তু রোয়া তো হোগা
মাহাব্বত পে ইয়ে যুলম ঢা নে সে পেহলে
যমানে কে মালিক তু রোয়া তো হোগা

(৩০) **তুঝে ভি কিসি সে আগর পেয়ার হোতা**
হামারি তরাহ তো ভি কিসমত কো রোতা
ইয়ে আশকোঁ কে মেলে লাগানে সে পেহলে
যমানে কে মালিক তু রোয়া তো হোগা

(৩১) **মেরে হাল পর ইয়ে জু হাসতে হে তারে**
ইয়ে তারে হে তেরি হাঁসি কে নাযারে
হাঁসি মেরে গম কি উড়ানে সে পেহলে
যমানে কে মালিক তু রোয়া তো হোগা

(৩২) **যমানে কে মালিক ইয়ে তুঝ সে গিলা হে**
খুশি হাম নে মাঙ্গি খি রোনা মিলা হে
গিলা মেরে লব পে ভি আ'নে সে পেহলে
যমানে কে মালিক তু রোয়া তো হোগা

উল্লেখিত কলিগুলো **আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের** অপমানে পরিপূর্ণ, এই কলিগুলোতে কমপক্ষে পাঁচটি প্রকাশ্য **কুফরী** রয়েছে: (১) **আল্লাহ পাকের** জন্য কান্না করা সম্ভব মানা হয়েছে (২) **আল্লাহ পাককে** অত্যাচারি বলা হয়েছে (৩) **তাঁকে** অধিনস্ত মানা হয়েছে (৪) **তাঁকে** কারো দুঃখ ও কষ্ট এবং অসহায়ত্বে হাসি ঠাট্টাকারী বলা হয়েছে এবং (৫) **আল্লাহ পাকের** প্রতি অভিযোগ করা হয়েছে।

(৩৩) **মে পেয়ার কা পুজারী মুঝে পেয়ার চাহিয়ে**
রব জেয়সা হি মুঝে সুন্দর ইয়ার চাহিয়ে

এই কলিতে দু'টি **কুফরী** বিদ্যমান: (১) **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো পুজা অর্থাৎ ইবাদত করার কথা ঘোষিত হয়েছে (২) **আল্লাহ পাকের** ন্যায় অন্য কারো হওয়া সম্ভব মানা হয়েছে। কোরআনে মজীদ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

ফোরকানে হামিদের ২৫তম পারা সূরা শুরার **১১** নং আয়াতে **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন** ইরশাদ করেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৫, সূরা শুরা, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁর মতো কিছুই নেই; এবং তিনিই শুনেন, দেখেন।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **বাহারে শরীয়তে** লিখেন: "**আল্লাহ পাক** এক, কেউ **তাঁর** সমকক্ষ নেইম না স্বত্বাগতভাবে, না গুণাবলীতে, না কর্মে, না আহকামে, না নামে।"

(বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১৭ পৃষ্ঠা)

(৩৪) **হুসন খোদা হে, হুসন নবী হে, হুসন হে হার গুলযার মে**
হুসন না হো তো কুছ ভি নেহী হে, ইস সারি সনসার মে

নির্ভিক গীতিকার **"হুসন"** অর্থাৎ সুন্দকে **খোদা** বলেছে এবং তা **কুফরী**।

(৩৫) **কিসমত বানানে ওয়ালে যরা সামনে তো আ**
মে তুঝ কো ইয়ে বাতাও কেহ দুনিয়া তেরি হে কিয়া?

উল্লেখিত কলিতে কয়েকটি **কুফরী** বিদ্যমান: (১) দোযখের আযাবের অধিকারী দুষ্ট গীতিকারের **আল্লাহ পাককে** উদ্দেশ্য করে এভাবে বলা: **"যরা সামনে তো আ"** অর্থাৎ একটু সামনে তো এসো,

আল্লাহ পাককে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য চ্যালেঞ্জ করা এবং তা **আল্লাহ পাকে**র জন্য জঘন্য অপমান আর **আল্লাহ পাকে**র অপমান **কুফরী**। (২) **"মে তুঝ কো বাতাও কেহ দুনিয়া তেরি হে কিয়া?"** অর্থাৎ আমি তোমাকে বলবো যে, দুনিয়া কি তোমার? বলে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি অভিযোগ করা হয়েছে এবং এটাও **কুফরী** আর (৩) তৃতীয় **কুফরী** হলো যে, **আল্লাহ পাকে**র জন্য না জানার সম্ভাবনাও গীতিকার মেনে নিচ্ছে অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র জানা নেই গীতিকার **তাঁকে** জানাবে।

نَعُوْذُ بِاللهِ

ঈমান নষ্ট হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! **অকাট্য কুফরী** সম্বলিত একটি কলিও যে আগ্রহ সহকারে পড়লো, শুনালো বা গাইলো তবে সে **কুফরে** পতিত হলো এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে **কাফির** ও **মুরতাদ** হয়ে গেলো, তার সকল নেক আমল নষ্ট হয়ে গেলো অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সকল নেক আমল নষ্ট হয়ে গেলো। বিবাহিত হলে তবে বিবাহও ভেঙ্গে গেলো, যদি কারো মুরীদ হয়ে থাকে তবে বাইয়াতও শেষ হয়ে গেলো। তার উপর ফরয যে, সেই কলিতে যে **কুফরী** ছিলো তা থেকে দ্রুত তাওবা করা এবং কলেমা পাঠ করে নতুনভাবে মুসলমান হওয়া। মুরীদ হতে চাইলে তবে এবার নতুনভাবে যেকোন শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের মুরীদ হওয়া, যদি পূর্ববর্তী স্ত্রীকে রাখতে চায় তবে আবারো নতুন মোহরানা সহকারে তাকে বিবাহ করবে।

যার এরূপ সন্দেহ হলো যে, আমি এরূপ গানের কলি আগ্রহ সহকারে গেয়েছি, শুনেছি বা পড়েছি কিনা, ব্যস এমনিতেই সিনেমার গান শুনা এবং গুনগুন করার অভ্যাস রয়েছে তবে এরূপ ব্যক্তিরাও সতর্কতা স্বরূপ তাওবা করে নতুনভাবে মুসলমান হয়ে যান, তাছাড়া বাইয়াত নবায়ন এবং বিবাহ নবায়ন করে নিন, কেননা এতেই উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত।

ঈমান নবায়নের পদ্ধতি

এবার আমি আপনাদের খেদমতে নতুনভাবে ঈমান আনয়ন করার পদ্ধতি আরয করছি: দেখুন! তাওবা অন্তরের স্বীকারোক্তি সহকারে হওয়া আবশ্যক, শুধু মৌখিক তাওবা যথেষ্ট নয়। যেমন; কেউ একজন **কুফরী** করলো, তাকে আরেকজন এভাবে তাওবা করিয়ে দিলো যে, সে জানেও না যে, আমি অমুক **কুফরী** করেছি, যা থেকে আমি তাওবা করছি। এটা তাওবা হতে পারে না। তবে যেই **কুফরী** থেকে তাওবা করা উদ্দেশ্য, তা তখনই কবুল হবে যখন সে এই **কুফরী**কে **কুফরী** বলে স্বীকার করবে, অন্তরে এই **কুফরী**র প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিও থাকবে। যে **কুফরী** সংগঠিত হয়েছে তাওবায় তা উল্লেখও থাকবে। যেমন; গানের এই **কুফরী** লাইন **"খোদা ভি না জানে তো হাম কেয়সে জানে"** থেকে তাওবা করতে চাইলে তবে এভাবে বলবে: **ইয়া আল্লাহ**! আমি এই **কুফরী** বাক্য বলেছি যে, **"খোদা না জানে"** আমি এর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং এই **কুফরী** থেকে তাওবা করছি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **আল্লাহ (পাক) ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের রাসূল**। এভাবে বিশেষ **কুফরী** থেকে তাওবাও হলো এবং ঈমানও নবায়ন হলো। যদি مَعَاذَ الله অনেক **কুফরী** বাক্য বলেছে যে, কি কি বলেছে মনে নেই, তবে এভাবে বলুন: "**ইয়া আল্লাহ**! আমার থেকে যা যা **কুফরী** সংগঠিত হয়েছে, আমি তা থেকে তাওবা করছি।" অতঃপর কলেমা পাঠ করে নিন। (যদি কলেমা শরীফের অনুবাদ জানা থাকে তবে মুখে তা উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই) যদি এটা জানাই নেই যে, **কুফরী** করেছে কি করেনি, তবুও যদি সতর্কতা স্বরূপ তাওবা করতে চায় তবে এভাবে বলবে: "**ইয়া আল্লাহ**! আমার থেকে যদি কোন **কুফরী** সংগঠিত হয়ে থাকে তবে আমি তা থেকে তাওবা করছি।" এরূপ বলার পর কলেমা পাঠ করে নিন।

মাদানী পরামর্শ: প্রতিদিনই ঘুমানোর পূর্বে সতর্কতা স্বরূপ তাওবা ও ঈমান নবায়ন করে নেয়া উচিৎ। মনে রাখবেন! مَعَاذَ الله যার মৃত্যু **কুফরে**র উপর হবে, সে সর্বদার জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং আযাব পেতেই থাকবে।

বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি

বিবাহ নবায়ণের অর্থ হলো: "নতুন মোহরানা দিয়ে বিবাহ করা।" এর জন্য মানুষজনকে জড়ো করা আবশ্যক নয়। বিবাহ হলো ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব দেয়া ও রাজি হওয়ার) নাম। তবে হ্যাঁ,

বিবাহের সময় সাক্ষী স্বরূপ কমপক্ষে দু'জন মুসলমান পুরুষ বা একজন মুসলমান পুরুষ এবং দু'জন মুসলমান মহিলার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। বিবাহের খুতবা প্রদান করা শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব। খুতবা মুখস্ত না থাকলে তবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের পর সূরা ফাতিহাও পাঠ করা যাবে। কমপক্ষে দশ দিরহাম অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রূপা বা এই পরিমাণ টাকার মোহরানা ওয়াজিব। যেমন; আপনি ৭৮৬ টাকা বাকীতে মোহরানার নিয়্যত করে নিলেন (কিন্তু এটা যাচাই করে নিন যে, উল্লেখিত পরিমাণ রূপার দাম ৭৮৬ টাকার চেয়ে বেশি তো নয়) তবে উল্লেখিত সাক্ষীর উপস্থিতিতে আপনি **"ইজাব"** করুন (প্রস্তাব দিন) অর্থাৎ স্ত্রীকে এভাবে বলুন: **"আমি ৭৮৬ টাকা মোহরানার পরিবর্তে আপনাকে বিবাহ করলাম।"** স্ত্রী বলবে: **"আমি কবুল করলাম।"** বিবাহ হয়ে গেলো। এটাও হতে পারে যে, স্ত্রীই খুতবা বা সূরা ফাতিহা পাঠ করে **"ইজাব"** করলো এবং স্বামী বলবে: **"আমি কবুল করলাম"**, বিবাহ হয়ে গেলো। বিবাহের পর যদি স্ত্রী চায় তবে মোহরানা ক্ষমাও করে দিতে পারবে। কিন্তু স্বামী শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মোহরানা ক্ষমা করার দাবী করবে না।

মুরতাদ অবস্থায় হওয়া বিবাহের মাসআলা

মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদিওবা প্রকাশ্যভাবে নেক পথে এসে গেলো, দাড়ি, বাবরী চুল, পাগড়ী এবং সুন্নাতি পোশাকও

সজ্জিত করে নিলো কিন্তু সে তার সেই **কুফরী** থেকে তাওবা ও ঈমান নবায়ন না করে তবে **মুরতাদই** থাকবে। তাওবা ও ঈমান নবায়নের পূর্বে যেসকল নেক আমল করলো তা কবুল হবে না, বাইয়াত হলে তা হবে না, এমনকি যদি বিবাহও করে তবে তা হলো না। যেমনটি আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া ১১**তম খন্ডের **১৫৩** পৃষ্ঠায় বলেন: "مَعَاذَ الله যদি স্বামী বা স্ত্রী বিবাহের পূর্বে **অকাট্য কুফরী** করেছিলো এবং তাওবা ছাড়া ও নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ না করে তাকে বিবাহ করলো তবে নিঃসন্দেহে বিবাহ বাতিল (অগ্রহণযোগ্য) এবং তাদের যে সন্তান হবে তা **যেনার সন্তান**, অনুরূপভাবে যদি বিবাহের পর তাদের মধ্যে কেউ مَعَاذَ الله **মুরতাদ** হয়ে গেলো এবং এরপর মিলনে যে সন্তান হলো তবে তারাও **জারজ** হবে।" অতএব যদি কেউ **মুরতাদ** হওয়ার পর বিবাহ করে এবং বিবাহের পর যদিওবা তাওবা ও ঈমান নবায়ন করে নিলো তবুও এবার নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। এর জন্য ধুমধাম করা শর্ত নয়, ঘরের ভেতরও বিবাহ হতে পারে। এর পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি মানুষের সামনে **মুরতাদ** হয়েছিলো অতঃপর এই অবস্থায় বিবাহ করেছিলো তবে সবার সামনে তাওবা ও ঈমান নবায়ন ও বিবাহ নবায়ন করতে হবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন" "যখন তোমরা কোন গুনাহ করো তবে তা থেকে তাওবা করে নাও, اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَة অর্থাৎ

গোপন গুনাহের তাওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য গুনাহের তাওবা প্রকাশ্যে।" **(মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ২০/১৫৯, হাদীস- ৩৩১)**

সতর্কতা স্বরূপ ঈমান নবায়ন কখন করবে?

মাদানী পরামর্শ হলো, প্রতিদিন কমপক্ষে একবার যেমন; ঘুমানোর পূর্বে (অথবা যখনই ইচ্ছা) সতর্কতা স্বরূপ তাওবা ও ঈমান নবায়ন করে নিন এবং যদি সহজেই সাক্ষী পেয়ে যায় তবে স্বামী স্ত্রী তাওবা করে ঘরের মধ্যেই মাঝে মাঝে সতর্কতা স্বরূপ বিবাহ নবায়নের ব্যবস্থাও করে নিন। পিতা, মাতা, বোন, ভাই এবং সন্তান ইত্যাদি সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ ও মহিলা বিবাহের সাক্ষী হতে পারবে। সতর্কতা স্বরূপ বিবাহ একেবারেই ফ্রি এর জন্য মোহরানারও প্রয়োজন নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ষোলশহর মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৫৩৭৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net